ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়
www.iau.edu.bd
বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২৩১

স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/ইউজিসি (পার্ট-২)/২০১৯/ ১৭১ তারিখ ঃ ২৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রি.

অফিস আদেশ

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধীনে পরিচালিত সকল ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসায় বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" বাস্তবায়নের নিমিত্তে কমিটি গঠন করা হলো:

ক্রম	নাম ও পদবী (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	মোবাইল নম্বর	কমিটিতে অবস্থান
১	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী ডিন, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০১৮১৯-৬২৮১২১	আহ্বায়ক
২	জনাব মো: আবদুল হান্নান সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০১৯১৪-৮১৬৯২০	সদস্য
৩	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-আল জাফর সহকারী রেজিস্ট্রার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০১৭৩৭-০৭১৪৫২	সদস্য
৪	জনাব ইব্রাহীম হোসাইন সেকশন অফিসার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০১৭১৪-৪৪৩৬৪২	সদস্য
৫	জনাব মোহাম্মদ আলী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০১৭১৩-৫৫৬১৭২	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধীনে পরিচালিত সকল ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসায় বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" বাস্তবায়নপূর্বক প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর (জানুয়ারী থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর) এতদ্বসংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন ইউজিসিতে প্রেরণের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে

২৯/৭/২৫
(মোঃ আইউব হোসেন)
রেজিস্ট্রার
মোবা- ০১৭০৫-৪০৮০০১

বিতরণ: কমিটির সদস্যবৃন্দ।

স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/ইউজিসি (পার্ট-২)/২০১৯/১৭১(০৯) তারিখ ঃ ২৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. ডিন (সকল), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়;
২. দপ্তর প্রধান (সকল), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়;
৩. অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), সকল ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসা;
৪. পিএস টু ভিসি, ভিসি দপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের সদয় অবগতির জন্য);
৫. পিএস টু প্রো-ভিসি, প্রো-ভিসি দপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের সদয় অবগতির জন্য);
৬. পিএস টু প্রো-ভিসি, প্রো-ভিসি দপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের সদয় অবগতির জন্য);
৭. প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
৮. সহকারী রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার দপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (মাননীয় ট্রেজারারের সদয় অবগতির জন্য);
৯. অফিস নথি।

২৯/৭/২০২৫
(ফাহাদ আহমদ মোমতাজী)
উপ-রেজিস্ট্রার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৬ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৩৭.০১.০০০০.১০৩.১৫১.৯৯.০০০১.১৯.১২১

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‌্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৪৪.০০৭.২২.১৬৯, তারিখ: ১৬/০৮/২০২৩
২। ৩৭.০১.০০০০.১৫১.৪১.০২২.২০.৩৭৪, তারিখ: ০৩/০৯/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত-১ নম্বর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত-২ নম্বর পত্রের মাধ্যমে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‌্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" বাস্তবায়নপূর্বক প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর (জানুয়ারি থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর) এতদসংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

এমতাবস্থায়, আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে বুলিং ও র‌্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩ বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: [illegible] ও কমিশনের পত্র।

সকল সংযুক্তিসমূহ:
(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র ও নীতিমালা
(২) কমিশনের পত্র

২৬-০৫-২০২৫
মোঃ গোলাম মোস্তফা
অতিরিক্ত পরিচালক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ফোনঃ ০২-৫৮১৬০২৫৮

রেজিস্ট্রার (সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়)।

স্মারক নম্বর: [illegible]

তারিখ: [illegible]

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
একাডেমিক শাখা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০১.০০০০.১৫১.৪১.০২২.২০.৩৭৪

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" বাস্তবায়ন প্রসংগে।

সূত্র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০০৭.২২-১৬৯ তারিখ: ১৬-০৮-২০২৩

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত পত্রের সাথে সংযুক্ত "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়নপূর্বক প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর (জানুয়ারী থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (০৮ পাতা)।

J. Rahman
০৩.০৯.২০২৩
মোহাম্মদ জামিনুর রহমান
পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সম্মানিত উপাচার্য (সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) এবং
২। রেজিস্ট্রার (সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়)।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০১.০০০০.১৫১.৪১.০২২.২০.৩৭৪/১ (১০)

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সচিব, সচিবালয় ও প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
২। পরিচালকবৃন্দ (সকল বিভাগ, ইউজিসি);
৩। অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ), পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট অনুবিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৪। উপসচিব, বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ;
৫। পিএস (উপ-সচিব), চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৬। উপ-পরিচালক (ইন্সপেকশন ও মনিটরিং), ইন্সপেকশন ও মনিটরিং শাখা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৭। উপ-পরিচালক (একাডেমিক), একাডেমিক শাখা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৮। উপ-সচিব (প্রশাসন), প্রশাসন শাখা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৯। উপ-পরিচালক, একাডেমিক শাখা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
১০। উপ-পরিচালক, ইন্সপেকশন ও মনিটরিং শাখা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

স্মারক নম্বর-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০০৭.২২.১৬৯

তারিখ : ০১ ভাদ্র ১৪৩০ / ১৬ আগস্ট ২০২৩

বিষয়: "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ০২.০৫.২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারিকৃত "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" এর প্রজ্ঞাপনের বাংলাদেশ গেজেট এর কপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। "১.২ এ নীতিমালা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে"। নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" এর গেজেটের কপি।

১৬/০৮/২০২৩
(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫০৩৪১
nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. ভাইস চ্যান্সেলর (সকল), ---।
৬. অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ/বিশ্ববিদ্যালয়/উন্নয়ন/মাধ্যমিক-১/২/কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক/সরকারি মাধ্যমিক/অডিট/আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. পরিচালক (শিক্ষা), জেনারেল সার্ভিস ব্রাঞ্চ, আর্মি হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।
১৫. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

১৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা /রাজশাহী /যশোর /সিলেট /বরিশাল /কুমিল্লা /চট্টগ্রাম/ দিনাজপুর /ময়মনসিংহ।
১৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯. জেলা প্রশাসক (সকল) ---।
২০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

নম্বর-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০০৭.২২.১৬৯

তারিখ : ০১ ভাদ্র ১৪৩০ / ১৬ আগস্ট ২০২৩

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ---।
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. যুগ্মপ্রধান, পরিকল্পনা কোষ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ....।
৮. অধ্যক্ষ...।
৯. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল) ....।
১০. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) ....।
১১. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) ....।
১২. প্রধান শিক্ষক ....।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৬/০৮/২০২৩
(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপসচিব

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৩ সনের ২৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২৯, ২০২৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪০৫—৪১১	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭২১—৭৪০	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের শিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৩৭—৭৫২	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩ বৈশাখ ১৪৩০/১৬ এপ্রিল ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৫৪০—সুনামগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানার মামলা নং-৩৩, তারিখ : ২৫-১০-২০২১ খ্রিঃ-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৫৪১—চাঁদপুর জেলার সদর মডেল থানার মামলা নং-১২, তারিখ : ০৮-১০ -২০২১ খ্রিঃ-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৫৪২—চট্টগ্রাম জেলার বাকলিয়া থানার মামলা নং-৩৭, তারিখঃ ২৭-০১-২০২২ খ্রিঃ-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(২)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোন সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২. জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৭ বৈশাখ, ১৪৩০/৩০ এপ্রিল, ২০২৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১১.১০৯.১৪-১৬৩—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩১ (১) অনুযায়ী ড. পারভীন হাসান প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, ঢাকা- কে-উক্ত ইউনিভার্সিটি এর ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোন সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২. জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১৮.১১৪.১৭-১৬২—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ (১) অনুযায়ী ড. প্রকৌশলী মো: শাহ জাহান, অধ্যাপক ও ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ, সিসিএন (কমিউনিকেটিভ কম্পিউটিং ফর নেক্সট জেনারেশন), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোন সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ বৈশাখ, ১৪৩০/০২ মে, ২০২৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৪৪.০০৭.২২.১০৩—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বুলিং (Bullying) ও র‍্যাগিং (Ragging) এর মত সামাজিক অপরাধসমূহ প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং অবসানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। শিরোনাম :

১.১ এ নীতিমালা "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

১.২ এ নীতিমালা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১.৩ জনস্বার্থে এ নীতিমালা জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। এই নীতিমালায়—

(ক) 'অভিভাবক' বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, পিতা-মাতার অবর্তমানে আইনসম্মত অভিভাবককে বুঝাবে।

(খ) 'অশিক্ষক/কর্মকর্তা-কর্মচারী' বলতে শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বুঝাবে;

(গ) 'কাউন্সিলর' বলতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সিলিং এর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষককে বুঝাবে;

(ঘ) 'কর্তৃপক্ষ' বলতে

(১) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক এতদ্উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে ;

(২) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ/ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি/বিশেষ কমিটি/প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বুঝাবে;

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ডসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়, মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বুঝাবে;

(ঙ) 'বুলিং ও র‍্যাগিং' বলতে নীতিমালার ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যাখ্যাকে বুঝাবে;

(চ) 'শিক্ষক' বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত স্থায়ী/অস্থায়ী/খণ্ডকালীন সকল শিক্ষককে বুঝাবে ;

(ছ) 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে; এবং

(জ) 'শিক্ষার্থী' বলতে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে বুঝাবে।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং :

৩.১ মৌখিক বুলিং র‍্যাগিং :

কাউকে উদ্দেশ্য করে মানহানিকর/অপমানজনক এমন কিছু বলা বা লেখা যা খারাপ কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে ইত্যাদিকে মৌখিক বুলিং বুঝাবে। যেমন- উপহাস করা, খারাপ নামে সম্বোধন করা বা ডাকা, অশালীন শব্দ ব্যবহার করা, গালিগালাজ করা, শিস দেওয়া, হুমকি দেওয়া, শারীরিক অসমর্থতাকে নিয়ে উপহাস করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.২ শারীরিক বুলিং ও র‍্যাগিং:

কাউকে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা, চড়-থাপ্পড়, শরীরে পানি বা রং ঢেলে দেওয়া, লাথি মারা, ধাক্কা মারা, খোঁচা দেওয়া, থুথু মারা, বেঁধে রাখা, কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে/বসে বা বিশেষ অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেওয়া অথবা কোনো কিছু করতে বা না করতে বাধ্য করা, কারো কোনো জিনিসপত্র জোর করে নিয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে ফেলা, মুখ বা হাত দিয়ে অশালীন বা অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৩. সামাজিক বুলিং ও র‍্যাগিং

কারো সম্পর্কে গুজব ছড়ানো, প্রকাশ্যে কাউকে অপমান করা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র, পেশা, গায়ের রং, অঞ্চল বা জাত তুলে কোনো কথা বলা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৪ সাইবার বুলিং র‍্যাগিং

কারো সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটু কিছু লেখা বা ছবি বা অশালীন ব্যঙ্গাত্মক কিছু পোস্ট করে তাকে অপদস্থ করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৫ সেক্সুয়াল (Sexual) বুলিং ও র‍্যাগিং

ইচ্ছাকৃতভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আপত্তিজনক স্পর্শ করা বা করার চেষ্টা করা, ইঙ্গিতবাহী চিহ্ন প্রদর্শন করা, আঁচড় দেওয়া, জামা-কাপড় খুলে নেওয়া বা খুলতে বাধ্য করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৬ উপরে বর্ণনা করা হয়নি এমন কর্ম, আচরণ, কার্যাদি যা অসম্মানজনক, অপমানজনক ও মানহানিকর এবং শারীরিক/মানসিক যাতনার কারণ হতে পারে, তা যে নামেই হোক না কেন তা বুলিং ও র‍্যাগিং হিসেবে গণ্য হবে।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি গঠন এবং কার্যাপরিধি :

বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি Anti Bullying Commitee (ABC) কমিটি গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবে।

৪.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মহত্যা (Suicide), বুলিং (Bullying) ও র‍্যাগিং (Ragging) সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের ইনজুরি প্রতিরোধ বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি (ABC) সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ শিক্ষা বৎসরের শুরুতেই কমিটি আবশ্যিকভাবে এবং পরবর্তীতে ৩ মাস অন্তর অন্তর শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা/ মতবিনিময় সভা /সেমিনার /সিম্পোজিয়াম/ ওয়ার্কশপ আয়োজন করবে।

৪.৩ এই কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং হয় কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের জন্য Bullying/Ragging Logs তৈরি করবেন, প্রয়োজনে প্রশ্নমালা (Self Report Peer Nomination, Teachers Nomination) ব্যবহার করবে।

৪.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত কমিটি 'অভিযোগ বক্স/ডিজিটাল ড্রপ বক্স' রাখার ব্যবস্থা করবে এবং অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের করণীয়:

৫.১ বুলিং এবং র‍্যাগিং উৎসাহিত হয় এরূপ কোনো কার্যকলাপ/সমাবেশ/অনুষ্ঠান করা যাবে না।

৫.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেসব জায়গায় বুলিং ও র‍্যাগিং হবার আশংকা থাকে, সেসব জায়গায় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করবে।

৫.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (আবাসিক হলসহ) কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বুলিং ও র‍্যাগিং এর ঘটনার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করবে; অন্যথায় নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী হবে।

৫.৪ বুলিং ও র‍্যাগিং এর উদাহরণ এবং পরিণতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইটে এবং প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে পোস্টারের মাধ্যমে প্রচারণা চালাবে।

৫.৫ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে একদিন 'বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ দিবস' পালন করে বুলিং ও র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করবে।

৫.৬ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী/শিক্ষক/ অভিভাবকদের শপথ নিতে হবে। পাঠকৃত শপথ পালনে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করাবেন এই মর্মে যে, তারা কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বুলিং ও র‍্যাগিং করবে না, কাউকে বুলিং ও র‍্যাগিং এর শিকার হতে দেখলে রিপোর্ট করবে, প্রয়োজনে কতৃপক্ষকে কর্তপক্ষকে অবহিত করবেন।

৫.৭ বুলিং ও র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কিত সিনেমো, কার্টুন, টিভি সিরিজ এর প্রদর্শন, অনলাইনে দায়িত্বশীল আচরণের ব্যাপারে Online Behavior সম্পর্কিত কর্মশালা ইত্যাদিসহ সহপাঠ্যক্রমিক কর্মশালা আয়োজনের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৮ কর্তৃপক্ষ বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের 'এক্সট্রা কারিকুলার এ্যাক্টিভিটিজ' এ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। যেমন, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বিকশিত করা লক্ষ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বই পড়ার প্রতিযোগিতা, দাবা, খেলা , কেরাম খেলা ও বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজন করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা এবং সহানুভূতিশীলতার শিক্ষা দিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিযুক্ত করতে হবে।

৫.৯ শিক্ষার্থীরা বুলিং/র‍্যাগিং এর কুফল কিংবা এর ফলে কীভাবে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া জন্য এবং সে সঙ্গে বুলিং ও র‍্যাগিং সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই বের করতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য শিক্ষকবৃন্দ Role Play মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

৫.১০ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাউন্সিলিং এর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। তাদেরকে 'কাউন্সিলর' হিসেবে অভিহিত করা হবে।

৫.১১ বুলিং ও র‍্যাগিং নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৫.১২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রসাশন সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বুলিং ও র‍্যাগিং বিষয়ে পরীবীক্ষণ করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

৬। গৃহীত ব্যবস্থা:

৬.১ বুলিং র‍্যাগিং এ কোনো শিক্ষক, অশিক্ষক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন/বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.২ বুলিং ও র‍্যাগিং এ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ/গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি/বিশেষ কমিটির কোনো সভাপতি/সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিধি, আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারী আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তির পদ্ধতি:

৭.১ অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট আবেদন দাখিল করবেন।

৭.২ বুলিং ও র‍্যাগিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কমিটি গঠন করে তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৪.০ এর অধীন গঠিত কমিটিও তাদের নিকট উপস্থাপিত অভিযোগ তদন্ত পূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৭.৩ তদন্তকারী টিম বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিবেন।

৭.৪ প্রতিষ্ঠান প্রধান তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

৯। সরকার প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রণীত নীতিমালাটি পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সোলেমান খান
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ বৈশাখ ১৪৩০/১৮ এপ্রিল ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৬.২২.০১২.২২.২১৪—বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩২ নম্বর আইন) এর ৬ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করিল :

চেয়ারম্যান

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ভাইস-চেয়ারম্যান

২। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

৩। বেগম মমতাজ বেগম, মাননীয় সংসদ সদস্য-১৬৯, মানিকগঞ্জ-২

৪। বেগম সুবর্ণা মোস্তফা, মাননীয় সংসদ সদস্য-৩০৪, মহিলা আসন-৪

৫। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

৭। প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৮। প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

৯। জনাব আসাদ মান্নান, বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত

১০। স্থপতি ড.আবু সাঈদ এম আহমেদ